# কমিউনিজম

# এবং

# আমাদের করণীয়

আগামী ৪ অক্টোবর ,২০১৩, ইনফরমেশন সেন্টারের ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম এর চতুর্থ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে কমিউনিজম বিষয়টি আলোচনা ও সদস্যদের লেখা আহবান করা হয়েছে।সে উদ্দেশ্যে আমার এই রচনা। সেন্টার থেকে এযাবৎকাল পর্যন্ত প্রকাশিত বইগুলোতে কমিউনিজম সম্পর্কে সেন্টারের বক্তব্য স্পষ্ট করা হয়েছে। আর সেন্টার আন্তর্জাতিকভাবে একটি একক কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । খুবই সীমিত সদস্যেদের অদম্য আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় বই প্রকাশনা ও ওয়েব সাইটে ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত রাখছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন ভাষার ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে। বৈরীতাও কম নয়। কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিউনিস্ট বিপ্লব কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর কাজ এবং কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণী এককভাবে বিপ্লবী, তাই, কমিউনিস্ট বিপ্লব সংগঠনে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধকরণে কমিউনিস্ট পার্টি– যা কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি তা অপরিহার্য ; এবং তা বৈশ্বিক। শ্রমিক শ্রেণীর একটি একক বিশ্ব সংগঠনের কার্যকর তৎপরতায় বুর্জোয়া শ্রেণীর পরাজয় ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে প্রথম আন্তর্জাতিকের গৃহীত সিদ্ধান্ত ছিল যথার্থ ও সঠিক।কিন্তু, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ”জাতি সমূহের স্বয়ং নিয়ন্ত্রণের অধিকার” লাইন গ্রহণ করে দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীকে কথিত জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে

শরীক করার মাধ্যমে একদিকে যেমন শ্রমিক শ্রেণীকে জাত-জাতি ও দেশে দেশে ভাগ-বিভাগ করার ঘৃণ্য কর্ম সাধন করেছে অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণীকে স্বীয় শ্রেণী  স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে স্বীয় শ্রেণী মুক্তির লক্ষ্য হতে বিচ্যুত করার দুস্কর্মটি সম্পাদন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে শেষত নিজেই বিলুপ্ত হল।

তবে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ২য় আন্তর্জাতিকের বর্ণিত রাজনৈতিক লাইন বাস্তবায়নে লেনিনের বলশেভিক পার্টি, রাশিয়ায় ক্ষমতা দখল করে কার্যত ক্ষমতার সুসংহতকরণ ও দুনিয়াময় শ্রমিকদেরকে বিভ্রান্তকরণে প্রতিষ্ঠা করেছিল তথাকথিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক। ফলত, দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী বিশ্ব কেন্দ্রিক চিন্তার পরিবর্তে দেশ-জাতি ভিত্তিক চিন্তায় আচ্ছন্ন হওয়ার লেনিনবাদী রাজনীতির তোড়ে প্রকৃতই দুনিয়ার শ্রমিকেরা একদিকে যেমন দেশ-জাতির গন্ডিতে আবদ্ধ হলো, অন্যদিকে  বগুধাভাগে বিভক্ত হলো। প্রথাগত বুর্জোয়া নেতারাও শ্রমিকদেরকে ভাগ-বিভাজন করার তাবৎ কলা-কৌশলই কেবল গ্রহণ করেনি,বরং লেনিনকে সমাজতান্ত্রিক নেতা ও লেনিনবাদী রাষ্ট্র রাশিয়াকে দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে অব্যাহত বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রমিকদের বৈশ্বিক ঐক্য গড়ে উঠার ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে হলেও কার্যকর প্রতিবন্ধকতা তৈরীতে সক্ষম হলো। অথচ,  শ্রমিক শ্রেণীর  কোন দেশ নাই, জাতি নাই,তবে, তাদের শৃংখল হারিয়ে, তাদের জয় করার আছে একটি বিশ্ব। উল্লেখ্য, দেশ বা জাতির নয়, বরং পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রোডাক্ট হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী। তাই, কোনো দেশ বিশেষ নয়, বরং পুঁজিপতি শ্রেণীর সাথেই শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাত জন্মসূত্রে। এই সংঘাতের সমাপ্তি, এক দেশে এককভাবে সম্ভব নয়। কারণ, পুঁজিতন্ত্র একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা, তাই পুঁজিতন্ত্রী সমাজ একটি বৈশ্বিক সমাজ, সুতরাং এই সংঘাতের

ব্যাপ্তীও বৈশ্বিক। তবে, এই সংঘাতের দুর্ভোগ হতে মুক্তির জন্য পুঁজিপতি শ্রেণীকে পরাজিত করে নিশ্চিতভাবেই, বিশ্বকে জয় করে স্বীয় শ্রেণী মুক্তি সহ সমগ্র মানবজাতিকে মুক্ত করবে শ্রমিক শ্রেণী। কিন্তু এখনো ক্ষয়িষ্ণু লেনিনবাদ সমেত তাবৎ বুর্জোয়া রাজনীতির বলয়ে দুনিয়ার শ্রমিকরা যেমন আবদ্ধ তেমন বহুধাভাবে বিভক্ত। অন্যদিকে,দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বিজয়ীদের কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বৈশ্বিক সংস্থা বিশেষত আই এম এফের বৈশ্বিক শাসনে আন্তঃবৈরীতা সমেত বুর্জোয়া শ্রেণী একতাবদ্ধ।

পুঁজিপতির সংখ্যা যে হারে বাড়ছে প্রলেতারিয়েতের সংখ্যাও সে হারে বাড়ছে।কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে, প্রলেতারিয়েতের মুক্তির প্রথম শর্তগুলোর একটি হচ্ছে কমপক্ষে নেতৃস্থানীয় সভ্যদেশগুলির সম্মিলিত ক্রিয়া। তখনকার সময়ে নেতৃস্থানীয় দেশগুলো হলো ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী যেখানে প্রভূত যান্ত্রিক উন্নয়ন ও পুঁজির কেন্দ্রীভবন সাধিত হয়েছিল। যেখানে যান্ত্রিক উন্নয়ন সংঘটিত হয় সেখানকার শ্রমিকশ্রেণী দ্রুত সংগঠিত হওয়ার বস্তুগত সুযোগ পায়। তবে, তাদেরকে শ্রেণী মুক্তির লক্ষ্যে শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত করার জন্য যে পার্টি দরকার তাহলো কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রাথমিক ক্ষেত্রও সেখানেই। সেখানে শ্রমিক শ্রেণী প্রাথমিকভাবে বিজয়ী হওয়া সাপেক্ষ বৈশ্বিকভাবে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী দুনিয়া হতে বুর্জোয়া অর্থনীতি ও বুর্জোয়া শ্রেণীকে চিরতরে মুছে দিয়ে কেবল নিজের নয়, সমগ্র মানবজাতির মুক্তি সাধন করবে। অতঃপর, বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্র প্রতিস্থাপনে -কমিউনিস্ট বিপ্লব একটি বৈশ্বিক ঘটনা তাই, ইহার ব্যাপ্তীও বৈশ্বিক। সুতরাং, কোনো একক দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লব যেমন সম্ভব নয়, তেমন সম্ভব নয় সমাজতন্ত্র।

অত:পর,রাশিয়ায় লেনিনদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল - সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, বরং নিছক এক সামরিক ক্যুদেতা ছিল । তাই, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গল্প অবান্তর। সুতরাং, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বিষয়ে লেনিনদের বক্তব্য ও দাবী ভুয়া। উল্লেখ্য- দুনিয়ার শ্রম শক্তির ক্রেতা- বিক্রেতাদের বিরোধের পরিণতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র। অথচ, লেনিনদের প্রতিষ্ঠিত বলেশেভিক পার্টি তেমন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইহার জন্মকালীন ঘোষণায় উল্লেখ করেনি। অথবা, কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ইহা শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি ছিল না। বরং রাষ্টীয় ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে রাশিয়ায় পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে পুঁজিতন্ত্রের তথাকথিত বিকাশ সাধনে প্রতিক্রিয়াশীল কৃষক সমেত নানান কিছিমের বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের একটি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল ছিল বলশেভিক পার্টি।

প্যারী কমিউন প্রতিষ্ঠা করেছিল প্যারিশের শ্রমিকেরা। কমিউনকে তারা ঘোষণা করেছিল বিশ্ব প্রজাতন্ত্রে রূপে। কিন্তু, বিশ্বের শ্রমিকদের একতাবদ্ধতার অভাব ও জার্মান-ফ্রান্সের যৌথ হামলা-আক্রমণে পরাজিত হয়েছে কমিউন প্রতিষ্ঠাকারীরা। তবে, বহুজনের জীবন হানি সমেত নানান দুর্ভোগের শিকারে পরিণত হলেও প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠাতারা প্রমাণ করলেন শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি, এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব; উপর্যপুরি, শ্রমিক শ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য ব্যতীত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আজকের বিশ্বে জি-৭, অর্থাৎ হালের নেতৃস্থানীয় দেশসমূহ হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রাথমিক ক্ষেত্র। তাই, জি-৭ এর ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়া হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রথম শর্তগুলোর একটি।

কমিউনিজম এক সময়ে ছিল প্রাক উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং তা ছিল আদি সমাজ। আদি কমিউনিজম থেকে পত্তন হয়েছিলদাস-মালিক ব্যবস্থার। কিন্তু, স্থায়ী হয়নি। তারপর,সামন্ততন্ত্র , এবং সামন্ততন্ত্রকে প্রতিস্থাপন

করেছে পুঁজিবাদ।কারণ- পুরণো  সামাজিক সম্পর্কের সহিত নতুন উৎপাদন উপকরণের বিরোধ। একই নিয়মে পুঁজিতন্ত্রকে প্রতিস্থাপন করবে কমিউনিজম। কারণ-পুঁজি স্বয়ং। অর্থাৎ পঁজির অস্থিতের শর্তে অতি উৎপাদন আর অতি উৎপাদনের ফলে মন্দা এবং পুনঃপুন মন্দার পরিণতি- পুঁজিতন্ত্রের অন্তর্ধান।  বস্তুত, মন্দা হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী মালিকানার বিরুদ্ধে পুঁজিতন্ত্রের সৃষ্ট উৎপাদন উপকরণের বিদ্রোহ।

পুঁজিতন্ত্রী মালিকানার বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত, বিপন্ন  ও রহিত করেছিল মন্দা। ফলে ব্যক্তিমালিকানা বিকাশে অক্ষম পুঁজিতন্ত্র পরিণত হয়েছিল বৃদ্ধে। শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকদের মজুরি প্রদানে অক্ষম হয়েছিল পুঁজিপতি শ্রেণী। অতঃপর, সমাজ শাসনে  অক্ষম পুঁজিপতি শ্রেণী হারিয়েছে তাদের আধিপত্য। ব্যক্তি মালিকানার সাথে সাথে ব্যক্তি পুঁজিপতির অকার্যকতার কারণেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানি সমেত বহু ব্যক্তির যৌথ মালিকানার নানান রকমের প্রতিষ্ঠান। একই কারণে পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল  রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র। এবং আই এম এফ সহ নানান বৈশ্বিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণে হালের  পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়ন। তাও ব্যর্থ। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্র স্বীয় সংকট ও সমস্যার সমাধানে অক্ষম। ফলে- সমাজ পরিবর্তনের নিয়মে কমিউনিজমই একমাত্র ভবিতব্য।

মার্কস ও এ্যাংগলস, উভয়েই অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচনার কালে। অথচ, এখনো মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র টিকে আছে। কিন্তু কেন ? কারণ, পুঁজিতন্ত্রকে কবরস্তকরণে দুনিয়ার শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধ নয়।

অজ্ঞাত পৃথিবী আবিস্কার,একত্রীকরণ ও উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে পুজিপতি শ্রেণী পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বিকাশ সাধন করেছিল। কিন্তু এখন? উৎপাদনের উপায়াদির পূর্ণ ব্যবহারে অক্ষম। সেজন্য, মন্দার সংকট

কাটিয়ে উঠার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণী দুইটি বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে,অপ্রয়োজনীয় ও অকার্যকর উপনিবেশিক নীতি পরিত্যাগ করেছে, রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে এবং যুদ্ধমুক্ত তথা মন্দা মুক্ত পৃথিবীতে কথিত শান্তিতে বৈশ্বিকভাবে একতাবদ্ধভাবে থাকতে প্রতিষ্ঠা করেছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আই এম এফ সহ নানান বৈশ্বিক সংস্থা । আই এম এফ কেবল পুঁজির সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করছে না , বরং স্থান ও পরিমাণ সহ বিনিয়োগ হবে ও উৎপাদনও নির্ধারণ ও মনিটরিং করছে । সদস্য রাষ্ট্রগুলো আই এম এফের নীতিমালা ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করছে। এমনকি স্বাধীনভাবে ট্যাক্স আদায়ে সক্ষম নয়, সদস্য রাষ্ট্রগুলো। তদপুরি, আয়-ব্যয় সহ সামগ্রিকভাবে নিজ নিজ আর্থিক বিবরণী আই এম এফকে নিয়মিত রিপোর্ট করতে বাধ্য বটে সকল সদস্য রাষ্ট্র ।বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সদস্য রাষ্ট্রকে শাস্তি দিবে। ফলে- কোনো রাষ্ট্র আর কার্যত স্বাধীন থাকল না।কিন্তু, তারপরও আই এম এফ অতি উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কারণ, পুঁজির টিকে থাকার শর্তাবলী। অতঃপর, পুঁজির মালিক কার্যত পুঁজির গোলাম পুঁজিপতি শ্রেণী বাধ্য বটে, পুঁজির অস্থিত্ব রক্ষায় যুদ্ধ সহ তাবৎ দুস্কর্ম সাধনে।

পুঁজি আবার ২০০৮ সাল থেকে অতি উৎপাদনের কারণে মন্দায় পড়েছে। কিন্তু, পুঁজিপতি শ্রেণী আজ পর্যন্ত চলমান মন্দার সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বর্তমান মন্দার সংকট উত্তরণে সাম্ভাব্য সময় নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারছে না এমনকি, পুঁজিতন্ত্রের বিশ্ব মোড়োলরা। উল্লেখ্য. ২০১২ সালে বিশ্বের মোট উৎপাদন ছিল ৭১.৬২ ট্রিলিয়ন ডলার আর মজুত ৮৪.৮৭ ট্রিলিয়ন ডলার। ফলত প্রায় ৬০০ বিলিয়নিয়র তাদের আংশিক পুজি হারিয়েছে এবং অনেকে দেউলিয়া হয়েছে।

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী সামন্ত প্রথা উৎখাত করার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল, সমস্ত সনাতনী প্রথা

চুরমার করেছিল, গীর্জাগুলির কর্তৃত্ব ধ্বংস করেছিল; এবং পরাজিতদের রাজনীতি-ধর্মকে পরাজিত করে প্রতিষ্ঠা করেছিল ইহলৌকিকতার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাজনীতি। অথচ,অতি উৎপাদনের ফলে সৃষ্ট পুনঃপুন মন্দার সংকটে বিপন্ন বৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্রের কালে পুঁজিপতি শ্রেণী নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় ধর্মাশ্রিত হল। ফলে- পুঁজিপতি শ্রেণী পরিণত হল প্রতিক্রিয়াশীলে; এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পুনঃপৌণিক সংকটে অকার্যকর বুর্জোয়া রাষ্ট্র রক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হল আই এম এফ সহ নানান বৈশ্বিক সংস্থা। কার্যত, বর্তমানে আই এম এফ নির্দেশিত শর্তে পুজির সঞ্চালনে রাষ্ট্রসমূহ পালন করছে পুলিশি ভূমিকা। তাই, জাতীয় রাষ্ট্র মৃত। অতঃপর, দুনিয়ার সকল জীবিত ও মৃত সংস্থার ব্যয় নির্বাহে মজুরি শ্রমিকের অদেয় শ্রমশোষণ করে পুজিপতি শ্রেণী স্ব-স্বার্থে লালন পালন করছে নানান ধরণের নির্বাহী ও সার্ভেন্টদের এক বিশাল পরজীবি গোষ্ঠি। তাই, বহু মজুরি শ্রমিক ভয়ানক রকমের মানবেতর জীবন যাপন করছে ।

৭৭ হাজারেরও বেশী বহুজাতিক কোম্পানী মূলত বিশ্বের উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনা করছে। তন্মধ্যে ৫০০টি কোম্পানী বিশ্বের শতকরা ৭০ ভাগের বেশী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে। এসব বহুজাতিক কোম্পানীগুলোতে যেসব নির্বাহী ও স্টাফ আছে মূলত তারাই সবকিছু পরিচালনা করছে আর যারা শেয়ারের মালিক তারা শুধু কুপন কাটছে আর মুনাফা গুনছে। শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদন করছে আর মালিকেরা মুনাফা, সুদ ইত্যাদি হাতিয়ে অলস জীবন যাপন করছে । অতঃপর পুঁজিতন্ত্র নিজেই দেখিয়ে দিয়েছে যে, হালের বৈশ্বিক কর্তৃত্ব তথা বেতনভুক কর্মচারীর ব্যবস্থাপনা ছাড়া পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা অকার্যকর। তাই, পুঁজিপতি ছাড়া সবকিছু সচল রাখা সম্ভব।সুতরাং, পুঁজিপতি শ্রেণী অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেষ্টো লিখেছিলেন মার্কস ও এ্যাংগেলস যা ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় প্রণীত কমিউনিস্ট ম্যানিফেষ্টোতে পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার জন্ম বিকাশ ও মরণ দশার হেতুবাদ ও ফলাফল বর্ণিত হয়েছে । তখন বস্ত্র সহ নানান পণ্য উৎপাদনের আধুনিক শিল্পের সহগ ছিল ষ্টিম ইঞ্জিন, রেল, সমুদ্রগামী জাহাজ, ইত্যাদি। আজকের যুগে আরো উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুক্ত হয়েছে- দ্রুতগামী যানবাহন,উড়োজাহাজ, রেডিও-টেলিভিশন, স্যাটেলাইট, মোবাইল ফোন, ভিডিও ক্যামেরা, কম্পিউটার, ইন্টারনেট সার্ভিস, সোলার ট্যাকনোলজি ইত্যাদি। কাজেই দেখা যাচ্ছে পুঁজিতন্ত্র অবিরাম নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী করে দ্রুততম সময়ে নতুন নতুন যন্ত্রপাতিকে পুরাতন ও ব্যবহারের অযোগ্য করার মাধ্যমে কার্যত প্রতিনিয়ত উৎপাদনী শক্তির যেমন রুপান্তর সাধন করে তেমনি সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে বিরতিহীনভাবে ভাংগা-গড়া চালিয়ে সমাজে সৃষ্টি করছে বিশৃংখলা-নৈরাজ্য, অস্থিরতা ও অশ্চিয়তা। তাই, পুজিতন্ত্রী সমাজ হচ্ছে অনিশ্চয়তার নিশ্চয়তাপুর্ণ সমাজ। অতএব, অস্থায়ীত্ব ও অনিশ্চয়তার জন্ম দেওয়ার ভয়-শংকার পুঁজিতন্ত্রী সমাজ শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধ এবং পুঁজিতন্ত্রী মালিকানার সামাজিক সম্পর্কের সহিত উৎপাদন উপকরণের বিরোধ সমেত নানান স্ববিরোধীতায় নিমজ্জিত। এই সকল স্ববিরোধীতার পরিণাম হচ্ছে উৎপাদন উপায়ের সামাজিক মালিকানার মাধ্যমে মজুরি দাসত্বের অবসান অর্থাৎ কমিউনিজম। অতএব, কমিউনিজম অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী।

সারা বিশ্ব এখন উৎপাদনী প্রাচুর্যে ভাসছে। উৎপাদন ও চাহিদার তুলনায় মজুত বেশী।এমন প্রাচুর্য সত্ত্বেও, বিশ্বের ১২০ কোটি মানুষ প্রতিদিন একবেলা খেয়ে ঘুমায় আর প্রায় ২শ কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। কিন্তু কেন?

কতিপয় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী ও ব্যক্তির হাতে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। পুঁজিতান্ত্রিক স্বার্থে পুঁজিপতিদের মধ্যে বিবাদ,বিরোধ ও বৈরীতা বিদ্যমান। এটি তাদের শ্রেণী চরিত্র।কিন্তু তৎসত্ত্বেও, তাদের স্বীয় শ্রেণী স্বার্থে গোটা পুঁজিপতি শ্রেণী আই এম এফের নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিকভাবে একতাবদ্ধ। অথচ,বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা বিনাশে পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধকরণে শ্রমিক শ্রেণীর কোনো বৈশ্বিক সংগঠন বা পার্টি নাই। বরং, লেনিনবাদ সমেত তাবৎ বুর্জোয়া রাজনীতির কূট-কৌশল ও প্রভাবে তারা রাষ্ট্রীয় সীমানায় ও কথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ। তাই, তারা জাতীয় রাজনীতির চৌহদ্দি মুক্ত বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থাকে এখনো খন্ডিত ও আংশিকভাবে দেখার ভ্রান্ত নীতি হতে মুক্ত নয়। এমনকি, বৈশ্বিক ব্যবস্থার পুঁজিতন্ত্রকে যে জাতীয় চৌহদ্দি বা একক কোনো দেশে পরাজিত ও প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়, এমন বৈজ্ঞানিক বোধ তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। বরং মৃতপ্রায় জাতি রাষ্ট্র সমূহ নিজ নিজ আওতায় শ্রমিক শ্রেণীকে দমন-পীড়নে এখনো ভয়ানক হিংস্রতায় যোগ্য ও উপযুক্ত। **কিন্তু**, শ্রমিক শ্রেণীর নিকট তা রাষ্ট্রিক নির্বাহী বিশেষের দায়-দায়িত্ব হিসাবে এখনো বিবেচিত।

কোনো একক ব্যক্তি বা কোম্পানী স্বতন্ত্রভাবে কোন পণ্য উৎপাদন করতে পারে না। কারণ, যে কোনো পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অর্থাৎ কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করতে হয় এবং এসব উৎপাদন করে বহু শ্রমিক। তাছাড়া, এসব পরিবহনে জড়িত আছে বহু জন। অতঃপর, যে কোনো পণ্য উৎপাদনে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর তথা পুরো সমাজের সহযোগিতা ও নির্ভরতা অপরিহার্য।সুতরাং, পণ্য একটি যৌথ তথা সামাজিক প্রোডাক্ট। তাই, পণ্যের অপরিশোধিত অংশ পুঁজিও সামাজিক শ্রমে সৃষ্ট। কাজেই, পুঁজির

ব্যক্তিগত মালিকানা আইন সম্মত হলেও ন্যায়সংগত নয়, তাই অন্যায্য। সুতরাং, সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন প্রোডাক্টের সামাজিক মালিকানা হচ্ছে ন্যায়সংগত, যুক্তিসংগত, ন্যায্য ও যথোচিত।

বর্তমান বিশ্বের চিত্রটি কি? মন্দার শিকার শ্রমিকেরা ধর্মঘট সহ নানান ধরণের জংগী আন্দোলন করছে। কিন্তু বৈশ্বিকভাবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন নয়। পুঁজিতন্ত্রী মোড়লরা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলির তথা পুঁজিতন্ত্রের অতি উৎপাদনের সংকট মোকাবেলায় সাবসিডি, কৃচ্ছতা ইত্যকার অকার্যকর নীতি প্রয়োগ ও রাজনৈতিক বিবাদে লিপ্ত হচ্ছে এবং মজুরি দাসদের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়ানো সমেত মজুত হ্রাসে স্থাপনাদি ধ্বংস করার জন্য আবশ্যকীয় ছোট-বড় বা গৃহ-আঞ্চলিক যুদ্ধের জন্য স্থানীয়-অস্থানীয় বা অভিবাসী, জাতি, ধর্ম, বর্ণ,গোত্র, লিংগ ইত্যাদি ভিত্তিক বিরোধ-বৈরীতা উস্কে দেওয়া এবং দাংগা-যুদ্ধের আবহ-উন্মাদনা সৃষ্টি ও প্রসারের দুস্কর্ম করছে।সিরিয়া ও অন্যান্য দেশে চলমান যুদ্ধ ও যুদ্ধ উন্মাদনাই তার প্রতিফলন। সন্দেহ নাই, বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে আই এম এফ ব্যর্থ । অতঃপর, নৈরাজ্য বাড়বে এবং সামরিকীকরণ সমেত স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতির সহায়ক গোঁড়া-মৌলবাদী ধারণার প্রসার ঘটবে। নিপীড়ন-নির্যাতন বাড়বে মজুরি দাসদের উপর। চরম তিক্ততায় অভিজ্ঞ হবে শ্রমিক শ্রেণী। শ্রেণী সংগ্রামের বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও তত্ত্ব উন্মীলিত ও প্রসারিত হবে। শ্রমিক শ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য ও আন্দোলনের আবশ্যকতা অনুভূত হবে । গড়ে উঠবে কমিউনিস্ট পার্টি। মজুরি দাসত্বের অবসানে কমিউনিস্ট বিপ্লব কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর একার কাজ; তদানুযায়ী, শ্রমিক শ্রেণী কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি নিবে। অনিবার্য হবে কমিউনিস্ট বিপ্লব। আই এম এফ, রাষ্ট্র ইত্যকার যাবতীয় টুলস এন্ড ইন্সট্রুমেন্টস সহ মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র ইতিহাসের অংশে পরিণত হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে কমিউনিজম।

কমিউনিস্ট সমাজ সম্পর্কে ‘প্রিন্সিপাল অব কমিউনিজম’ এবং ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে’মৌলিক বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে বিবৃত হয়েছে, তবে বিস্তারিতভাবে নয়; এবং তাতে ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা সমেত কিঞ্চিত ভুলও ছিল।মার্কস ও এ্যাংগেলস, দু’জনেই’ পুঁজি’ , ‘ ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র’ সহ তাদের বিভিন্ন পুস্তকে কমিউনিজমের নীতি সূত্রবদ্ধ করেছেন। সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত ‘শ্রেণহীন সমাজের ইস্তাহার’, ‘পুঁজির পরিণতি,”কমিউজিমের জন্য’ইত্যকার পুস্তকাদিতে কমিউনিস্ট সমাজের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কমিউনিজমে কোনো পণ্য নাই, তাই বেচা-কেনা নাই, অতঃপর, মজুরি দাসত্ব নাই, সুতরাং, শোষণ নাই, তাই বৈষম্য মুক্ত কমিউনিস্ট সমাজে শ্রেণী নাই। অতঃপর, কমিউনিজমে রাজনীতি ও রাষ্ট্র নাই। কমিউনিজমে উৎপাদন উপায়ের মালিক হচ্ছে সমাজ বা কমিউন। তাই কমিউনিস্ট সমাজে উত্তরাধিকারের অধিকার সমেত ব্যক্তি মালিকানা নাই। সুতরাং, সকলেই সম মর্যাদা পূর্ণ। সমাজের সর্বনিম্ন ইউনিট হচ্ছে ব্যক্তি। পরিকল্পিতভাবে সকলের জন্য আবশ্যকীয় সামগ্রী উৎপাদন ও সমাজের সকল কার্যাদি সমন্বয় ও যোগাযোগ সাধন করবে সকলের একটি বিশ্ব সমিতি। সমিতির সকল পর্যায়ে সকল পদ গ্রহণে প্রত্যাহার শর্তে সকলেই যোগ্য । খাবার,বাসস্থান ইত্যাদি প্রাথমিক উপাদান সমেত আধুনিক জীবনের সকল উপকরণাদির অপ্রতুলতার চিন্তামুক্ত সমাজ-কমিউনিজম জাতি, জাত,ধর্ম ও বর্ণ ইত্যকার বাজে বোধ ও পরিচিতি মুক্ত। লিংগ বৈষম্য অবান্তর। বিবাহ প্রথা অপ্রয়োজনীয়। বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও মিলনে প্রত্যেকে স্বাধীন। অতঃপর, কমিউনিস্ট সমাজ হচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ ও যুদ্ধমুক্ত। সুতরাং, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, আনন্দ ও অনাবিল শান্তির এক সমাজ হচ্ছে - কমিউনিজম। নিঃসন্দেহে, প্রকৃতি বিজয়ে ক্রিয়াশীল বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক সমাজ হচ্ছে কমিউনিজম।

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম কর্তৃক প্রকাশিত ‘ লেনিন চীট এন্ড বিট্রেয়িং মার্কস সো আই. এম. এফ-দি ওয়ার্ল্ড লর্ড এন্ড ..... ......’ সমেত পুস্তকাদিতে যথার্থভাবে চিহ্নিত ও বর্ণিত হয়েছে যে, কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করেছিল, ১৮৯৬ সালে গৃহীত দ্বিতীয় আন্তর্জতিকের তথাকথিত ”জাতি সমূহের স্বয়ং নিয়ন্ত্রণের অধিকার” এর রাজনৈতিক লাইন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের নামে এখনো ঐ ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর লাইনের চর্চ হচ্ছে। তাই, ১৯৮৬ সাল হতে কার্যত কমিউনিস্ট আন্দোলন অনুপস্থিত। সুতরাং, কমিউনিস্ট পার্টিও অনুপস্থিত। অথচ,একটি কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতিত শ্রমিক শ্রেণীকে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য বৈশ্বিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়। আবার, দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্য ব্যতিত কমিউনিস্ট বিপ্লবও সম্ভব নয়। অথচ, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি তথা বিশ্বের বিদ্যমান সংকট ও সমস্যার সমাধানে কমিউনিস্ট বিপ্লব বৈ ভিন্ন কোনো বিকল্প নাই। তাই, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে একটি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য আবশ্যকীয় তথ্য-উপাত্ত ও তত্ত্বাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্বময় আদান-প্রদানের মাধ্যমে কমিউনিস্ট আন্দোলন পুর্নগঠণ ও একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে সহায়তাকারী হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে সেন্টার। উল্লেখ্য, মার্কস ও এ্যাংগেলস কর্তৃক আবিস্কৃত, সূত্রায়িত ও তত্ত্বায়িত কমিউনিজমের বিজ্ঞানকে সেন্টার সঠিক মনে করে।

সেন্টার তার জন্মলগ্ন থেকে প্রচলিত শ্রোতের বিপরীতে কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য আবশ্যকীয় বস্তুত, অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও দলিলাদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমেত সারা বিশ্বেও মুক্তি প্রেমী ও প্রত্যাশীদের নিকট তুলে ধরার চ্যালেঞ্জ আমরা কয়েকজন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছি। শুরুতে

মার্কসরাও ছিলেন কয়েকজন।কিন্তু, কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশে শংকিত হয়েছিল পুঁজিপতি শ্রেণী। অতঃপর, কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ধ্বংস করতে আন্দোলনকারীদের দমন-পীড়ন করা সমেত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক মোড়লরা সহ প্রতারক লেনিনদের নিয়োগ করেছিল পুঁজিপতি শ্রেণী । সেন্টার লেনিনদের প্রতারণা ও দুস্কর্মের বিবরণ উন্মোচন ও প্রকাশ করছে। দুনিয়ার শ্রমিক ও মুক্তি প্রত্যাশীদের নিকট ইহা আবারো হাজির করছে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান।

নিশ্চতভাবেই, বিজীয় হবে শ্রমিক শ্রেণী। পুঁজিতন্ত্র বিলীন হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে কমিউনিজম। এটাই ইতিহাসের রায়। সেন্টার, ভবিষ্যত বিজয়ী শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে। তাই, সেন্টারের সদস্য হিসাবে সকল প্রতিকুলতা কাটিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। সেজন্য, আমাদেরও মান উন্নয়নে আবশ্যকীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক। চতুর্থ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সে লক্ষে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করবে- এটাই স্বাভাবিক। অতঃপর, কমিউনিজম বিজয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্নির্মাণে- কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা আমাদের করণীয়।

**আবেদ হাসান**

তারিখ: ০১ অক্টোবর, ২০১৩, ঢাকা।

**প্রকাশনায়:**

# ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম

# **Web-site: www.icwfreedom.org**

**e-mail: whatandwhy2@hotmail.com**>
**icwfreedom@gmail.com**>
**shahalam2012@facebook.com.**

**On line group:**
**https://www.facebook.com/groups/whatandwhy2/**
https://www.facebook.com/groups/What.Why/>
https://www.facebook.com/groups/COMMUNIST.REVOLUTION.UNIVERSAL/
https://www.facebook.com/groups/forcommunism/
**https://www.facebook.com/groups/COMMUNIST.PARTY.GLOBAL/**

**Page:**
**https://www.facebook.com/www.icwfreedom.org**

**Mob: (880)+01675216486; and 01715345006.**